পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

আন নাফির বুলেটিন

জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হিজরী

মুসলিম উম্মাহর প্রতি অসিয়ত

শায়খ উমর আব্দুর রহমান রহঃ

ওহে পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে থাকা মুসলমানগণ...

আমেরিকান সরকার আমার উপস্থিতি এবং কারাদণ্ডকে একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে ধরে নিচ্ছে এবং এই সুযোগ নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে মুসলিমদের গর্ব-গরিমাকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

অতএব, ওরা আমাকে অত্যাচার করছে, শুধুমাত্র মানসিকভাবে তাই নয় বরং নৈতিকভাবেও। তাঁরা আমাকে কোন প্রকার অনুবাদক, পরে শুনানোর মতো কেউ, রেডিও, রেকর্ডার এই সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে যার কারণে আমি অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃবিশ্বের কোন খবর জানতে পারছি না।

ওরা আমাকে অত্যাচার করেছে নির্জন নিরব কয়েদখানায়, আরবি জানা এমন কেউ নেই এখানে, যে আমার সাথে কথা বলতে পারে, এভাবে আমার পুরো দিন... মাস... বছর... অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আমি কারও সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি।

যদি আমি কুরআন তিলাওয়াত করতে না পারতাম, তাহলে নানাবিধ মানসিক ও আত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যেতাম।

আরেক ধরণের নির্মম অত্যাচার ওরা আমাকে করছে, সেটি হল আমার সম্মুখে সকাল-রাত্র সব সময় একটি ক্যামেরা সচল থাকে, যখন আমি বাথরুমে গোসল এবং প্রয়োজনের জন্যে নগ্ন অবস্থায় থাকি তখনও এই ক্যামেরা সচল থাকে। তারপরও তাঁরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অফিসাররা প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমার দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করার জন্য জঘন্য ও ঘৃণিত পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। ওরা আমাকে নগ্ন করে তল্লাশি নেয়, সুতরাং যতক্ষণ এই তল্লাশি চলে ততক্ষন আমি নগ্ন থাকি যেমন ছিলাম আমার মা আমাকে যখন প্রসব করেছিলেন।

ওরা আমার সামনে এবং পিছনের ব্যক্তিগত অংশগুলোতেও তল্লাশি করে... ওরা কিসের প্রত্যাশা করে?? মাদকের নাকি বোমার? নাকি এই ধরণের কিছুর? প্রতিবারই ওরা এসে এভাবে তল্লাশি করে, এটা আমাকে ভীষণ অপমানিত করে এবং মনে হয় পৃথিবীটা যদি বিভক্ত হয়ে যেত আর আমি তার ভিতরে চলে যেতে পারতাম তাহলে তারা আমার সাথে এমন করতে পারতো না। তবে আমি পূর্বেই বলেছি ওরা এটিকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখছে যাতে দুনিয়ার চোখে ওরা মুসলিম জাতিকে কলঙ্কিত করে ভঙ্গুর করে দিতে পারে।

ওরা আমাকে জুমআ' এবং জামাতের সাথে সালাত আদায়সহ ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন এবং অন্য মুসলিমদের সাথে সাক্ষাত করতে দেয় না। এই ধরণের নানা বাঁধা আমাকে দেয়া হচ্ছে শুধু মাত্র মিথ্যা বানোয়াট বিচার আর অজুহাতের ভিত্তিতে।

আমি এই পরিস্থিতির গভীরতাও বেশ অনুভব করতে পারছি, ওরা আমাকে সন্দেহাতীত ভাবে হত্যা করবে... ওরা নিশ্চই আমাকে হত্যা করে ক্ষান্ত হবে। বিশেষ করে আমি যখন দুনিয়া থেকে এখন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে আছি।

কেউই সঠিকভাবে বলতে পারবে না ওরা আমার খাবার এবং পানীয়তে কি মিশ্রিত করছে! তাঁরা সম্ভবত আমাকে ধীর প্রক্রিয়ায় হত্যা করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে তাঁরা খাদ্যে এবং ইনজেকশনে বিষ দিচ্ছে এবং আমাকে নষ্ট ও ক্ষতিকারক ঔষধ দিচ্ছে অথবা প্রাণঘাতী ঔষধ অথবা পাগল বানানোর ইনজেকশন দিচ্ছে।

বিশেষ আরেকটি বিষয় যে, মেঝে থেকে একটি অদ্ভুত এবং বাজে গন্ধ আমার নাকে আসে। পাশাপাশি একটি শব্দ অব্যাহত ভাবে হতে থাকে। শব্দটা অনেকটা "ভুশ এর মত যেমন পুরনো এয়ার কন্ডিশনারে হয়ে থাকে। এর সাথে গ্রেনেডের আওয়াজের ন্যায় টোকা, গোলমাল এবং হাতুড়ি পিটানোর শব্দ প্রতিটি ঘণ্টা, দিন ও রাতে হতেই থাকে।

ওরা আমাকে মিথ্যা এবং বানোয়াট অজুহাত লাগিয়েছে। সুতরাং ওরা যা বলে তাতে তোমরা কিছুই বিশ্বাস করো না! ওরা মিথ্যায় খুব পারদর্শী এবং এই চেহারা এবং আচরণ ওরা জন্মগতভাবে লালন করে। এই সব কিছুই ওদের থেকে আশা করা যায়।

আমেরিকা চায় ওই সকল উলামাদেরকে হত্যা করতে, যারা সত্যের বানী সব জায়গায় পৌঁছে দেয়। আর এই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে ওদেরই একনিষ্ঠ সমর্থক সৌদি আরব। তারা শাইখ সাফার আল হাওয়ালি , শাইখ সালমান আল আওদাহ সহ ওই সকল আলেমকে কারারুদ্ধ করলো যারা সত্যের বানী পৌঁছে দিতেন সর্বত্র, মিশরেও সৃষ্টি করা হল একই অবস্থা।

পবিত্র কুরআনে এই সকল ইহুদি এবং খৃস্টান সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে যা এখন আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি অথবা আমরা ভুলে যাওয়ার ভান ধরেছি...

{ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। (সুরা বাকারা ২:২১৭)

{ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم}

আপনি ইহুদি নাসারাদের কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অবলম্বী হচ্ছেন। (সুরা বাকারাঃ-১২০)

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم {
{بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (সুরা তাওবা ৯:৮)

{لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولائك هم المعتدون}

তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্নীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী। (সুরা তাওবা ৯:১০)

পরিবেশনায়: